**১৭ অক্টোবর পর্দা উঠবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের। শুরুতে প্রথম পর্বে আট দল দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে লড়বে। সেখানকার শীর্ষ ও রানার্স-আপ সুযোগ পাবে সুপার-১২ রাউন্ডে। যেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করা আট দলের সঙ্গে যোগ দেবে এই চার দল। বাংলাদেশের এই জায়গায় আসতে খেলতে হবে প্রথম পর্ব। ‘বি’ গ্রুপে থাকা লাল-সবুজ জার্সিধারীদের প্রতিপক্ষ ওমান, স্কটল্যান্ড ও পাপুয়া নিউগিনি। আইসিসির পূর্ব ঘোষিত বিশ্বকাপ সূচি অনুযায়ী, ‘বি’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন (বি-১) সুপার-১২ পর্বে খেলবে ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপে। তবে সেটি নির্ধারণ হওয়ার আগেই নিশ্চিত হয়ে গেছে, বাংলাদেশ সুপার-১২ খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেই পড়বে ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপে!**

তাহলে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন কতটা কঠিন হয়ে উঠছে? টি-টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত সময় কাটানো মাহমুদউল্লাহরা মাত্রই সিরিজ জিতেছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। তার আগে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছে ৪-১ ব্যবধানে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হলেও বিশ্ব আসরে অপেক্ষা করছে কঠিন পরীক্ষা। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানের বিশ্বকাপের প্রথম পর্ব হয়তো সহজেই পার করা যাবে, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে গ্রুপেই পড়বে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। কেননা সুপার-১২তে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ হবে ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো টি-টোয়েন্টির শক্তিধর দলগুলো।

‘বি’ গ্রুপের বাংলাদেশ ও ‘এ’ গ্রুপের শ্রীলঙ্কাকে সুপার-১২ নিশ্চত করতে প্রথম পর্ব পেরিয়ে আসতে হবে। ‘বি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সুপার-১২ রাউন্ডে যাবে ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও আফগানিস্তানের গ্রুপ-২-এ। রানার্স-আপ হলে যাবে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের গ্রুপ-১-এ। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন না রানার্স-আপ হবে, সেটা জানা ‍নেই। কিন্তু আইসিসি একটা ধারা যোগ দিয়েছে। যেখানে বলা আছে, বাংলাদেশ প্রথম কিংবা দ্বিতীয় যাই হোক, তাদেরকে ধরা হবে ‘বি’ গ্রুপের সেরা (বি-১)। প্রথম পর্বের গ্রুপ ‘এ’তে থাকা শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। র‌্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে গ্রুপের শীর্ষ বাছাই ধরা হয়েছে।

তাই বাংলাদেশ দ্বিতীয় পর্ব বা সুপার-১২ নিশ্চিত করতেই খেলবে ভারত-পাকিস্তান-আফগানিস্তান-নিউজিল্যান্ডের গ্রুপে। আর এজন্যই দুশ্চিন্তার মেঘ জমাট বাঁধছে। যেহেতু খেলা হবে সংযুক্ত আবর আমিরাতে, স্পিন সহায়ক পিচে ভারত-পাকিস্তান-আফগানিস্তানের মুখোমুখি হওয়াটা নিঃসন্দেহে কঠিন। অন্য দল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাত্রই সিরিজ জিতলেও গা এলিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। ঘরের মাঠে মাহমুদউল্লাহরা যে দলের বিপক্ষে খেলছে এবং বিশ্বকাপে কিউইদের যে স্কোয়াড, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন।